R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
ব্যবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
২৩ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই কার্তিক, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
২৫শে অক্টোবর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুরে ডবল রেল লাইন এই মুহূর্তে হচ্ছে না

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর মহকুমার আইনজীবী, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ীদের আবেদনের ভিত্তিতে ও স্থানীয় আইনজীবী বালক মুখার্জীর উদ্যোগে জঙ্গিপুরের এম. এল. এ. আবুল হাসনাৎ এবং সুতীর এম. এল. এ. জানে আলম মিঞার এবং প্রাক্তন সাংসদ জয়নাল আবেদিন ও আবুল হাসনাৎ খাঁন প্রমুখের সক্রিয় সহযোগিতায় সংসদের পিটিশন কমিটির কাছে আজিমগঞ্জ-ফরাক্কা শাখায় রেল পরিষেবার উন্নয়নের দাবীতে যে দাবী সনদ পেশ করা হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে সাংসদ বাসুদেব আচার্য্যের সভাপতিত্বে গঠিত ত্রয়োদশ লোকসভার পিটিশন কমিটি কলকাতায় দরখাস্তকারী এবং রেল দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। সেখানে সমস্ত দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে সেগুলো দ্রুত রূপায়ণের জন্য রেল মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করেন এবং কার্য্যকর করার পরে পুনরায় রিপোর্ট পেশ করার জন্য বলেন। ঐ এ্যাকশান টেকেন রিপোর্ট পুনরায় চতুর্দশ লোকসভায় পিটিশন কমিটির কাছে রেল মন্ত্রক পাঠান। তাতে তারা জানিয়েছেন ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ শাখায় ৭০ কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে নব্বই শতাংশ উন্নয়নের কাজ অর্থাৎ নতুন রেল লাইন স্থাপন, কাঠের স্লিপারের পরিবর্তে কনক্রিট স্লিপার, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে পর্যাপ্ত পানীয় জল, আলো, যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুমের উন্নয়ন হয়েছে। এছাড়াও মালদহ-হাওড়া 'জনশতাব্দী' ট্রেন, মালদা-আজিমগঞ্জ ট্রেন চালু হয়েছে। মালদা টাউন হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচী সঠিক সময়ে চলার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও নিমতিতা ষ্টেশনে কমপিউটার রিজার্ভেশন চালু, ফরাক্কায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতগামী দুটি ট্রেনের ষ্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ধুলিয়ান ষ্টেশনের উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই শাখায় ডবল লাইন স্থাপনসহ জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সময়সূচী পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। জঙ্গিপুর ষ্টেশনের কাছে "ফ্লাই ওভার" নির্মাণের বিষয়ে রেল এর প্রচলিত নিয়ম পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সেটা করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায় বালক মুখার্জী রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদের কাছে জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনে দ্রুত কমপিউটার রিজার্ভেশন, এই শাখায় আরোও কয়েকটি লোকাল ট্রেন, যেগুলো আজিমগঞ্জে যাত্রা বিরতি ঘটে, সেগুলোকে ফরাক্কা পর্যন্ত চালানো, জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনের পূর্বদিকে আরেকটি রাস্তা নির্মাণসহ কয়েক দফা দাবী জানান। তার উত্তরে রেলমন্ত্রী চলতি বছরের মধ্যেই কমপিউটার রিজার্ভেশন চালু করা হবে। এছাড়া 'জনশতাব্দী' এক্সপ্রেসের বর্তমান সময়সূচীর পরিবর্তন, ফরাক্কা পর্যন্ত বর্দ্ধিত করার বিষয় এবং পূর্বদিকের নতুন রাস্তা নির্মাণ, জঙ্গিপুরে ডবল লাইন নির্মাণ এর বিষয়গুলি 'অপারেশনাল প্রবলেম' থাকায় এই মুহূর্তে কার্য্যকর করা যাচ্ছে না বলে জানান।

মহকুমার স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রণবের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মান উন্নয়নে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জের দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চে আগামী ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর তিনদিন বিনা ব্যয়ে হেলথ ক্যাম্প খোলা হচ্ছে। অভিজ্ঞ ডাক্তার ও অত্যাধুনিক সরঞ্জামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হেলথ ক্যাম্পে এক্সরে, ইসিজি, সোনোগ্রাফি, প্যাথোলজিক্যাল টেস্টে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা। অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজনে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও আসছে বলে কংগ্রেস সূত্রে জানা যায়। আরো জানা যায়, এখানে হেলথ ক্যাম্প করার ব্যাপারে উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ ও পরিকল্পনা রূপায়ণে সেনাবাহিনীর ছ'জন উর্দ্ধতন অফিসার গত ৬ অক্টোবর জেলা শাসকের দপ্তরে ও ৭ অক্টোবর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে সভা করেন। এবং রোগীর স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অস্ত্র চিকিৎসার জন্য সদরঘাট ভাগীরথী লজকে চিহ্নিত করেন।

ইলেকট্রনিক্স টিকিট কাউন্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে ইলেকট্রনিক্স টিকিট কাউন্টারের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ইলেকট্রিক লাইন সেটিং ও কমপিউটার মেসিন এলেই কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে রেল সূত্রে জানা যায়।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই কার্তিক বুধবার, ১৪১৩ সাল।

॥ শব্দ যখন দৈত্য ॥

এতাবৎ প্রাজ্ঞজনের নিকট হইতে শুনিয়া আসিতেছি—শব্দই ব্রহ্ম। কিন্তু শব্দ যদি মধুর নাদ না হইয়া ক্লেংকার হইয়া উঠে তখন মনে হয় তাহাকে ব্রহ্ম না বলিয়া ব্রহ্মদৈত্য বলিলে অতিশযোক্তি হইবে না। এই যুগের শান্তিকামী মানুষকে জব্দ করিবার ব্রহ্মাস্ত্র হইল শব্দ। দূষণ অর্থাৎ দৈত্য। শব্দ দূষণ সাম্প্রতিককালের বড় দৈত্য। শব্দ যখন তাহার সাধারণ সহনশীল কম্পাঙ্ক অতিক্রম করিয়া দুঃসহ হয় তখন তাহা ভয়ংকর এবং ভীতিপ্রদ। তখন শব্দের মধ্যে ব্রহ্মত্ব খুঁজিয়া পাওয়া ভার হয়—যাহা পাওয়া যায় তাহা তাহার নির্গলিত বিকৃতি—যাহার নাম দূষণ। সাধারণতঃ শব্দের ২০ হইতে ৭০ কম্পাঙ্ক (ডেসিম্যালসহ) সীমার মধ্যে পড়ে। কিন্তু তাহার গন্ডী অতিক্রম করিলে তাহা শব্দ দৈত্য হইয়া উঠে। ইহার পরিণাম এবং পরিণতি মর্ম্মান্তিক এবং ভয়ংকর। ইহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, হৃদস্পন্দনের মাত্রা দ্রুতগতি হয়, বধিরতা আসিয়া যায় তাহার সহিত। ইহার ফলে শরীর এবং মনের অসুস্থতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, পরিবেশ পরিমন্ডলে, ঘরে বাহিরে সর্বত্র বলা যাইতে পারে যত্রতত্র চলিয়াছে শব্দ দূষণের অবাঞ্ছিত উপদ্রব, বল্গাবিহীন উল্লসিত সমারোহ এবং দুঃসহ অত্যাচার। এই কালের উৎসব অনুষ্ঠানে আর অতীত দিনের সে পবিত্রতা নাই, শুচিতা নাই, ভাবের প্রাধান্য নাই, সংবেদনশীলতা নাই, নাই সহমর্মিতা। যে কোন উপলক্ষ্য পাইলেই, একটা ছুতা ধরিয়া চলে শব্দ দৈত্যের উলঙ্গ উল্লাস এবং দানবীর দৌরাত্ম্য। দক্ষযজ্ঞ সৃষ্টিকারী এইসব অনুষঙ্গ হইল গাড়ির এয়ার হর্ণ, মাইক্রোফোনের কর্ণবিদারী আওয়াজ এবং শব্দ বাজির বিস্ফোরণ। অধুনাতন পূজাপার্বণের অঙ্গ শব্দবাজি। কালীপটকা হইতে শুরু করিয়া চকোলেট বোমা, বোতল বোমার ব্যবহার। কালীপূজায় তাহা প্রায় সর্বত্রই নিয়মের গন্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। দূষণ সৃষ্টিকারীরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আবেদনে কর্ণপাত করে নাই। সেই সঙ্গে পরিবেশকে করিয়া তুলিয়াছে দূষিত এবং অসহনীয়। ছোট বড় ক্লাব নামধারী সংস্থাগুলি মোটা চাঁদা তুলিয়া পূজাকে কেন্দ্র করিয়া আলো এবং শব্দের জাঁকজমক বাড়াইয়া তুলিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পাড়ায় পাড়ায় গজাইয়া উঠিয়াছে নামী অনামী এই সব সংস্থা। সারা বৎসর তাহাদের অনেকেরই গঠনমূলক, সৃজনাত্মক, রুচিসম্মত কর্ম সংস্কৃতির খোঁজখবর পাওয়া যায় না। চাঁদা আদায় হইতে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলে তাহাদের শব্দবাজির দাপট আর মাইক্রোফোনের এ হেন দৌরাত্ম্য সংস্কৃতির নামে চলে অপসংস্কৃতির তান্ডব। একের আনন্দ যদি অন্যের বেদনার কারণ হয় তবে তাহা করা কি বাঞ্ছনীয়? সেই শুভ চৈতন্য কবে জাগিবে?

ঈদ সংস্কৃতি

আবদুর রাকিব

(১) আরবি 'ঈদ'-এর অর্থ 'উৎসব'। ইসলামে দুটি ঈদ—ঈদ-উল-ফিৎর্ ও ঈদ-উল-আয্হা। 'ফিৎর্' মানে 'ভঙ্গ করা'। তো, ঈদ-উল-ফিৎর্ হবে 'উপবাস ব্রত (রোযা) ভঙ্গ করার উৎসব।' আর, 'আয্হা' হল 'দিবসের পূর্বাহ্ন'। এই অর্থে, ঈদ-উল-আয্হা হবে 'পশু উৎসর্গের (কুরবানির) উদ্দেশ্যে দিবসের পূর্বাহ্নিক উৎসব।'

উভয় ঈদ বা উৎসবের সূচনা হয় সম্মিলিত নামায (ইসলামী প্রার্থনা) দিয়ে। কেননা, নামায বা উপসনাই ইসলামের নিউক্লিয়াস। যে জীবনের যাপন আছে, কিন্তু উপাসনা নেই, ইসলাম তাকে জীবন বলে না। তেমনি, উপাসনা আছে, কিন্তু জীবনের যাপন নেই, ইসলাম তাও সমর্থন করে না।

গ্রাম বা শহরের মসজিদে ঈদের নামায পড়া যায়। কিন্তু সাধারণত তা পড়া হয় লোকালয়ের বাইরে, খোলা আকাশের নিচে, খোলা মাঠে, প্রকৃতির আঙিনায়। এবং, কে না জানেন, নৈসর্গিক আবহে মানুষের আনন্দ ও উপাসনা অন্য মাত্রা পায়। অনভূতিলোকে আসে বৈচিত্রের স্বাদ। নামাযের ঐ জায়গাটিকে ঈদগাহ বলা হয়। নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়াও এক আনন্দঘন অভিসার। কেননা, তখন আত্মনিবেদিত মুসলিম কন্ঠে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় অনন্ত মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য মহিমা।

(২) ইসলাম-পূর্ব যুগেও, আরব ভুখন্ডে দুটি উৎসবের উদ্যাপন ছিল। যেমন, 'ইয়াওমুন্নিরুয্' ও 'ইয়াওমুল মেহেরজান'—সংক্ষেপে 'নিরুয্' ও 'মেহেরজান'। এ শব্দ দুটি কিন্তু আরবি নয়, ফারসি 'নওরোয্' ও 'মেহেরজান' এর আরবি অপভ্রংশ। তার মানে, মূলত উৎসব দুটি প্রাচীন পারস্য সংস্কৃতির অঙ্গ, যার একটির অনুষ্ঠান এ দেশেও দেখা গিয়েছে মুঘলশাহী দিল্লীতে। ইতিহাসের ছাত্র জানেন, মুঘল বাদশাহ্রা মহাসমারোহে নওরোয উৎসব পালন করতেন। ('মেহেরজান' নয়, খুব সম্ভব তখন পারস্যেও তা অবলুপ্ত।)

স্মর্তব্য যে, প্রাক-ইসলাম পর্বে, ঐ দুটি উৎসবের রকম ও অনুষঙ্গ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। বালাই ছিলনা অর্চনা-উপাসনার। ছিল ঘোড়দৌড়, ক্রীড়া-কৌতুক, জুয়াখেলা, মদ্যপান, ব্যাভিচার ইত্যাদি। কখনও কখনও উৎসব প্রাঙ্গণ হত রণাঙ্গন। রক্তপাত ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ইসলামের মঙ্গলময় নৈতিক করস্পর্শে পুরনো উৎসবের অঙ্গ থেকে সমূহ আবিলতা ঝরে যায়। উপাসনা আসে উৎসবের আত্মা ও অনুষঙ্গ হয়ে। যা ছিল আকরিক, অশুচি-অসুন্দর, তা শোধিত সুন্দর হয়ে মানুষের অনুভূতি-মূলে নাড়া দেয়। আজকের দুই ঈদকে তাই প্রাক-ইসলাম পর্বের উৎসবের পরিবর্তিত, পরিমার্জিত রূপ বলাও কঠিন। কেননা, দুটি উৎসবই মৌলিকতায় অনন্য ও অনুপম।

(৩) আজ একটু ঈদ-উল-ফিৎর্-এর কথা বলা যাক। এর দিন নির্বাচন বড় সুন্দর। অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘ এক মাসের ('রমযান'—হিজরি বর্ষের ৯ম মাস) উপবাস ব্রত তথা রোযার পর। (রুয্হ> রোযা. ফারসি শব্দ। আরবি 'সওম', বহুবচনে 'সিয়াম')। রোযা আসলে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও সংযমের ব্রত, শুদ্ধ, প্রেমিক ও দরদি হওয়ার ব্রত। একাধারে কঠোর ও পবিত্র। এমন কল্যাণাত্মক ব্রত-অন্তে যে উৎসব আসে, তার আনন্দানুভূতি পার্থিবতার ঊর্দ্ধে। শেষ রোযা শেষ হওয়ার পর, পশ্চিমী সান্ধ্য আকাশে যখন ঝিলিক দেয় খেজুর পাতার মতো বাঁকা একফালি চাঁদ (এটি রমযান পরবর্তি 'শওয়াল' মাসের চাঁদ), তখন ব্রতশুদ্ধ মুসলিম দুনিয়ায় পুলকের যে শিহরণ জাগে, তার কোন তুলনা নেই।

বস্তুত ঈদ-উল-ফিৎর্ রোযাব্রত পালনের পুরস্কার। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, মানুষের চোখে যেমন আসে সাফল্যের আনন্দাশ্রু, ঈদের আনন্দেও তা হয়। স্রষ্টা ও প্রভুর প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় একজন মুসলিম সেদিন আনত শির, অশ্রুময়। এমন কী, ঈদের প্রভাবও প্রায় অলৌকিক; উৎসবের ছোঁয়ার শুকনো পাতার মতো ঝরে যায় ব্যক্তিমনের আত্মম্ভরিতা, আর অংকুরিত হয় আত্মপ্রসাদ। (৩য় পৃষ্ঠায়)

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত সংস্থার জন্য অনুদান

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চায় যে সকল সংস্থা কমপক্ষে তিন বছর নিযুক্ত আছেন তারা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। প্রতিটি আবেদনপত্রে জেলা পরিষদের সভাধিপতি / পঞ্চায়েত সভাপতি / জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের সুপারিশ থাকতে হবে। সাহায্য মঞ্জুর করার আগে বা পরে এই বিভাগের সব রকম অনুসন্ধানের অধিকার থাকবে।

সংস্থার নিজস্ব প্যাডে নীচে দেওয়া তথ্যাবলীসহ আবেদন করতে হবে ঃ

১) সংস্থার নাম, ২) ঠিকানা, ৩) প্রতিষ্ঠার মাস ও বছর, ৪) সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ৫) সর্বশেষ পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব, ৬) বর্তমান পরিচালকমন্ডলীর নাম ও ঠিকানা, ৭) যে জন্য অনুদান চাওয়া হচ্ছে তার বিবরণ, ৮) গত বছর পঃ বঃ সরকার থেকে অনুদান পেয়েছেন কিনা, ৯) অন্য কোনও সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন কিনা (পেয়ে থাকলে কবে, কত টাকা, কি জন্য উল্লেখ করতে হবে), ১০) বিগত তিন বছরের সংস্থার কর্মকান্ডের বিবরণ।

আবেদনপত্র আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০০৬-এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পেঁছাতে হবে ঃ সচিব, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৬৮ অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কার্যালয়ে ৮ নভেম্বর, ২০০৬-এর মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে।

স্মারক সংখ্যা ৬৩১ (৪) তথ্য/মুর্শিঃ তাং ১৮/১০/০৬

ঈদ সংস্কৃতি (২য় পৃষ্ঠার পর)

অতি কৃপণও দানশীল হয়। স্বার্থমগ্ন হয় পরার্থপর। আত্মকেন্দ্রিক মন ছড়িয়ে পড়ে পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র থেকে বিশ্বে। সেদিন সব মানুষকে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছা হয়। নিজেকে বিলিয়ে দিতে ভালো লাগে। বাংলাদেশের লেখক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে, প্রবলভাবে প্রচুরভাবে বাঁচার নামকেই সংস্কৃতি বলেছেন। সে অর্থে, ঈদও এক অমূল্য সংস্কৃতি।

এটা নিছক আবেগের ভাষা নয়। বাস্তবে, 'ফিৎর'-র মধ্যে রয়েছে দান-খয়রাতের দ্যোতনা। এ উৎসব তাই দানেরও উৎসব। দীনাতিদীন তুচ্ছ মানুষও যেন এ উৎসবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য ঐ ঈদ উপলক্ষে সক্ষম মুসলিম পরিবারের প্রতিটি সদস্যের—এমন কী, দাস দাসীও নামাযের পূর্ব মুহূর্তে জাত শিশুরও পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ যব, গম, খোরমা, কিসমিস ইত্যাদি বা তার অর্থমূল্য দান করতে হয়, যার নাম ফিত্‌রা। এ ছাড়া, সাধারণত, রমযান মাসে, বিত্তশালীদের দেয় 'যাকাত'ও দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে সে এক অর্থনৈতিক বন্টন। কিন্তু এখানে এ নিয়ে সবিস্তার আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু বলি, কবি নজরুল ঈদ সংস্কৃতির মর্মটুকু চিরকালের জন্য ধরে রেখেছেন তাঁর গানে, যার প্রথম দুটি ছত্র এরকম ঃ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্‌ আসমানী তাকিদ।

সামর্থ্য বা ইচ্ছা থাকলে বহু কিছু বিলিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু নিজেকে দেওয়াই সবচেয়ে কঠিন। কেননা, সেখানে থাকে অস্মিতার বিপুল বাধা। ঈদ-সংস্কৃতি কিন্তু সেটিই সহজ করে দেয়।

* কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমামের ঘোষণা অনুযায়ী এ বছরের মাথাপিছু ফিতরার অর্থমূল্য ২৭·৫০ টাকা।

Government of West Bengal

Office of the Principal Agricultural Officer

Murshidabad, Berhampore

CORRIGENDUM

In pursuance to this office Memo No. 2029 (33) dt. 07. 09 06 regerding N I. T. No 01/RIDF-X/P. A. O. (Msd) /06-07 same modification is necessiated regerding change of important dates for some unavoidable administrative reasons and for which any in-convenionce to any corner is deeply regretted. The changes of important dates & times are as follows :—

Important Dates & times	Scheduled earlier	Changed to
1) Last date of application for issuing tender documents & time	11. 10. 2006 upto 1.00 p. m.	15. 11. 2006 upto 4.00 p. m.
2) Date of purchasing Tender documents & time.	on 16. 10. 2006 upto 4.00 p. m.	on 20. 11. 2006 upto 4.00 p. m.
3) Date & time of receiving Tender documents.	on 20. 10. 006 upto 1.00 p. m.	on 23. 11. 2006 upto 1.00 p. m.
4) Date & time of opening Tender documents.	on 20. 10 2006 at 2 00 p. m.	on 23. 11. 2006 at 2.00 p. m.

Sd/- A. Azam
Principal Agricultural Officer
Murshidabad, Berhampore

Memo No. 628 (2) Inf./Msd. Date 18. 10. 06

থারমাল প্ল্যান্টের কর্মীদের বেয়ারাপনায় আত্মহত্যা।

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রামের সিদ্ধি রাজমল্লর মেয়ে রিনি (১৪) গলায় দড়ি দিয়ে সম্প্রতি আত্মহত্যা করেন। জানা যায়, ওখানকার থারমাল প্ল্যান্টের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারদের বেশ কিছু কর্মী মনিগ্রামে বাড়ী ভাড়া করে থাকেন। তাদের মধ্যে অনেকে নারীসঙ্গ পাবার জন্য এলাকার মেয়েদের নানাভাবে প্রলোভিত করছে। রিনি রাজমল্লর পাশের বাড়ীতে ভাড়া থাকা কয়েকজন কর্মী রিনিকে নানাভাবে বিরক্ত করত। এই খবর রিনির বাবা সিদ্ধি রাজমল্ল জানতে পেরে ঐ কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের হেনস্থা করেন ও মেয়েকে বকাবকি করেন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে দুঃখে রিনি আত্মহত্যা করেন।

প্রণববাবু সারাদিনে কোথায় কি করছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী ২৯ অক্টোবর '০৬ জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী সকাল ১০টায় হেল্‌থ ক্যাম্পের উদ্বোধন করছেন রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চে। এরপর বেলা ১২ টায় তিনি রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর বেসিক প্রাইমারী স্কুলে এক সভায় উপস্থিত থাকছেন। সেখানে প্রধান মন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পের অর্থে নয়া মুকুন্দপুর থেকে গিরিয়া কিসমৎ ৬ কিমি রাস্তার শিলান্যাস করবেন। এরপর দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর বেলা ২ টোয় প্রণববাবু জঙ্গিপুর পুর এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে পুরভবনে পুরপতি ও ২০টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। ঐ দিন সন্ধ্যে ৫ টায় রবীন্দ্রভবনে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সেখানে ১২০০ মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে কংগ্রেস সূত্রে জানা যায়। আরও জানা যায় প্রতিবন্ধীদের জীবনে গতি আনতে পরদিন ৩০ অক্টোবর '০৬ নির্ধারিত ৫৩ জন প্রতিবন্ধীকে ফরাক্কা এনটিপিসি হাসপাতালে বিভিন্ন সরঞ্জাম বিতরণ করবেন।

অতি বৃষ্টিতে প্রভূত ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের ভাগীরথী তীরবর্তী নীচু এলাকা সাম্প্রতিক একটানা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জল জমে গিয়ে মাটির বাড়ী, জমির ফসল ধ্বংস হয়। বালিয়া থেকে ভাগীরথীর জল পাইপ লাইনে থারমাল প্ল্যান্টে নিয়ে যাবার দায়িত্বে থাকা এল এন্ড টি কোম্পানীর ইনটেক বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লেবার কলোনীতে প্রায় এক বুক জল দাঁড়িয়ে যায়। গোডাউনে জল ঢুকে প্রায় ৮৫০ বস্তা সিমেন্ট নষ্ট হয়ে যায়। মাটি ধ্বসে গিয়ে পাইপ লাইনেরও ক্ষতি হয়। ঐ কাজে নিযুক্ত প্রায় ২৫০০ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েন বলে খবর।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই অগ্রহায়ণের বিয়ের কার্ড পছন্দ
করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।

॥ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে মহাপুজা, দীপাবলী ও ঈদের

● বিশেষ উপহার ●

- ☐ MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৮% (৬ বছর)
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্‌ চেক্‌ (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই—অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১২% মধ্যে। এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা
সম্পাদক

শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

আসল সিল্ক সঠিক দাম
আভিজাত্যের শেষ নাম

মির্জাপুর লুমলেস সমিতি

গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা ষ্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদৌসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

বিঃ দ্রঃ সমস্ত রেশম বস্ত্রের উপর বিশেষ ছাড় ২০% ও সরকারী ছাড় ১০%। ২৫ অক্টোবর '০৬ পর্যন্ত এই রিবেট দেওয়া হবে।

মির্জাপুর মেন রোড, মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬ মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮

মুর্শিদাবাদ সিল্ক
শাড়ীর বৈচিত্র্যে
সাড়া জাগিয়েছে

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
(সুব্রত বাঘিড়া ও দেবব্রত বাঘিড়া শেষের ঘর)

মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং ঃ (০৩৪৮৩) ২৬২২২৯

এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।

★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।